ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ও টেকসই উন্নয়ন

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

ichcap
International Information and Networking Centre
for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific
under the auspices of UNESCO

UNESCO OFFICE IN DHAKA

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

ইনট্যানজিবল ও টেকসই

© Steven Percival

বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা বিষয়ক কনভেনশনে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চয়তার মূল শক্তি হিসেবে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বের' স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

মানবাধিকার, সমতা এবং টেকসই উন্নয়ন এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে মাথায় রেখে সর্বস্তরের উন্নয়নের গতিপথকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরস্পর নির্ভর ১৭টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য সমূহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত এই তিনটি বলয়কে উদ্দেশ্য করে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নে মূল বলয়সহ তার যত মৌলিক পূর্বশর্তের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি সঠিকভাবে তা বাস্তবায়নের জন্য টেকসই উন্নয়নে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অবস্থান সবচেয়ে যথাযথ কী উপায়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে?

© Vice Ministerio de Cultura

© Vice Ministerio de Cultura

কালচারাল হেরিটেজ উন্নয়ন

শান্তি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রগুলির কোনোটিই পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পর নির্ভরশীল। এইসব ব্যাপক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিদ্যমান নীতিমালাসমূহের সার্বিক পদক্ষেপ অবলম্বন করা। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরিভাবে অবদান রাখতে পারে, আর এজন্য এর সুরক্ষা নিশ্চিত করাও অত্যাবশ্যক–যদি বিশ্বের সর্বত্র সকল সম্প্রদায় উপলব্ধি করতে পারে যে আমরা সকলের জন্য কেমন ভবিষৎ চাই।

একীভূত সামাজিক উন্নয়ন

স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মানসম্মত শিক্ষা, সারবিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও জেন্ডার সমতা ছাড়া একীভূত সামাজিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। এই সকল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের নিজস্ব মূল্যবোধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব।

কাল পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূর্ণও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জ্ঞান এবং প্রকৃতি বিষয়ক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসহ আমাদের সমাজগুলোতে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ বিকাশ ও বিবর্তন লাভ করেছে। প্রথাগত পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, সামাজিক জমায়েত এবং উদযাপন ও জ্ঞান সঞ্চারণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন কমিউনিটির একীভূত সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রচলিত খাদ্য-ব্যবস্থাসহ স্থানীয় কৃষি, পশুপালন, মৎস্য আহরণ, প্রাণি শিকার, খাদ্য আহরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিটি তাদের সুনির্দিষ্ট পল্লীজীবন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা কৌশলের ভিত্তিতে ঐতিহ্য বা প্রথাগত জ্ঞান সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ধরনের ফসল, গাছপালা ও জীবজন্তু এবং আর্দ্র, উত্তরাঞ্চলীয়, অনুর্বর ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকার ভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন সূক্ষ্ম জ্ঞানের ব্যবহারের ওপর তাদের এইসব জীবন যাপন পদ্ধতি। তারা খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করেছে, যা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং এইসব এলাকা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বহু পরিবার বিভিন্ন কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে থাকে– যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী সংস্থান এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ও বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সহায়ক। বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য খাদ্য-উদ্বৃত্তি ও নিরাপত্তা এবং মানসম্মত পুষ্টি নিশ্চিতে এই সকল ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে শক্তিশালী করা ও স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যগত বিভিন্ন স্বাস্থ্যচর্চা সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বিশ্বব্যাপী বহু কমিউনিটি তাদের নিজস্ব নানা ধরনের উপকরণ দ্বারা নানাবিধ স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান ও অনুশীলনের বিকাশ সাধন করেছে যা থেকে তারা নিজেরা তাদের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে। এসব জ্ঞান ও অনুশীলন প্রায় সময়ই স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ, হারবাল চিকিৎসকেরা যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান করে আসছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধি গাছগাছালি ব্যবহার সংক্রান্ত এই সকল প্রথাগত জ্ঞান ও অনুশীলন তাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে আরও দেখা যায়, তানজানিয়ার তাঙ্গা জেলায় শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসক, ধাত্রী ও প্রথাগত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসহ চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী সকলের বিশেষায়িত জ্ঞান রয়েছে। অন্যান্য ঔষধ খুব একটা সহজলভ্য নয়– এ ধরনের বিচ্ছিন্ন এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে এসব চিকিৎসা মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে সহজেই পাওয়া যায়।

বিভিন্ন আয়োজনে খাদ্য একটি প্রধান উপাদান, যা সেই কমিউনিটির আত্মপরিচয় ও তাদের নিজস্ব একাত্মবোধ তৈরীতে সহায়তা করে।

© UNESCO / Isaack Omoro 2011

© UNESCO / Isaack Omoro 2011

বিশ্বব্যাপী বহু পরিবার বিভিন্ন কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে থাকে– যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরণের খাদ্যসামগ্রী সংস্থান এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ও বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সহায়ক।

থেরাপি বিষয়ক এই জ্ঞানের স্বীকৃতি, এর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এবং এর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর সঞ্চারণ বা পরিচলন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যেখানে কমিউনিটিগুলোর কাছে এটি সবচেয়ে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে বিবেচিত। যেসব এলাকায় অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিসেবা সমূহ সহজে পাওয়া যায়, ওই সকল স্থানেও কমিউনিটির লোকেরা সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল প্রথাগত জ্ঞান ও অনুশীলনগুলোকে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে থাকে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্যও তারা এগুলোকে বেছে নেয়।

পানি ব্যবস্থাপনার প্রথাগত কৌশল সবার মধ্যে সমানভাবে পরিষ্কার পানি বন্টনও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, বিশেষকরে কৃষি ও অন্যান্য জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে। বহু যুগ ধরে স্থানীয় কমিউনিটিগুলো তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থিতিশীল পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল প্রতিষ্ঠাও সবার জন্য পরিষ্কার পানির সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মায়ান (Mayan) সভ্যতার ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো মেক্সিকোর চিয়াপাসের সান ক্রিস্টাবেল ডি লাস কাসাসের বিভিন্ন পবিত্র অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। মায়ান সভ্যতার মানুষরা বিশ্বাস করে যে, মানবজাতি পানিচক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মানুষরা তাদের শরীরে প্রাকৃতিক তরলের মাধ্যমে সম্পদ নবায়ন অব্যাহত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এভাবে পানিকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সামাজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, আর এজন্যই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সমগ্র কমিউনিটিরই দায়িত্ব হয়ে উঠে। বহু কমিউনিটির জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা পরিষ্কার পানি পাওয়ার একমাত্র সুযোগ, সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অব্যাহতভাবে এসব জ্ঞান পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্থানে প্রথাগত পদ্ধতিগুলো আবশ্যিক হিসেবে বিদ্যমান, কারণ এর ফলে বহিরাগত পানি সরবরাহকারীদের ওপর কমিউনিটির নির্ভরতা কম থাকে এবং বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য তা অধিকতর সহজলভ্য।

বিভিন্ন পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও মূল্যবোধের বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি, এর প্রতি সম্মান এবং এগুলির উন্নয়ন ও তার অব্যাহত সঞ্চারণই হচ্ছে পানি সম্পর্কিত পরিবেশগত ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার টেকসই সমাধান ও উন্নয়নের চাবিকাঠি।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতির জীবন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিটি প্রতিনিয়তই বিশেষ করে তাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত নানাবিধ জ্ঞান, জীবনধারণ পদ্ধতি ও যোগ্যতা প্রণালীবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সেগুলি সঞ্চারণ করার বহুবিধ উপায় প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনকি যেসব স্থানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান, ওইসব স্থানেও এধরনের অনেক জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চারণের বহু প্রথাগত পদ্ধতির সক্রিয় ব্যবহার আজও বিদ্যমান রয়েছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রে: মহাজাগতিক বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার; মানুষের জীবনচক্র থেকে শুরু করে সংঘাত ও মানসিক চাপের সমাধান; নিজেকে এবং সমাজে আমাদের অবস্থান বুঝতে পারা থেকে শুরু করে মানবজীবনের সম্মিলিত কর্মের স্মৃতি সংরক্ষণ; এবং স্থাপত্যশিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপকরণ বা সরঞ্জাম সম্পর্কিত বিজ্ঞানে এই সকল প্রথাগত পদ্ধতি বিরাজমান। বর্তমান কালের সবার জন্য মানসম্মত আধুনিক শিক্ষাও তরুণ প্রজন্মকে এসব সমৃদ্ধ জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, কারণ এই সকল জ্ঞান তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ থেকে এই সকল প্রাপ্ত জ্ঞান অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সকল প্রাসঙ্গিক শাখায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে এই সকল ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণ ও সঞ্চারণে প্রথাগত রীতিনীতি সমন্বয় করার মাধ্যমে তার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সামাজিক ঐক্য ও অন্তর্ভুক্তিকরণকে জোরদার করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুশীলন, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষের জীবনকে কাঠামোবদ্ধ করে এবং একীভূত উপায়ে তাদের সামাজিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাথলিক লেন্ট-এর আগে কার্নিভালের সময় সঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্পনৈপুণ্য সমন্বয়ে ব্রাজিলের শৈল্পিক অভিব্যক্তি ফ্রেভো (Frevo) সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক কার্যক্রমে একত্রিত হতে সাহায্য করে। ফ্রেভো হচ্ছে রিফাইস্ এলাকার বাসিন্দাদের যৌথ একটি ঐতিহ্য, যা তাদের আত্মপরিচয়ের বোধসহ অতীতের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের বোধ দান করে এবং কমিউনিটির মূল্যবোধগুলিকেও জোরদার করে– যা জেন্ডার, বর্ণ, শ্রেণি ও স্থান-বৈষম্যের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্রেভো সঙ্গীতের তালে তালে সকল স্তরের মানুষ একসাথে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর দ্বারা ছোট ছোট জমায়েত থেকে শুরু করে বৃহৎ পরিসরের আনুষ্ঠানিক উদযাপন ও স্মারক অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানাধরনের অগণিত সামাজিক চর্চা ও অনুশীলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের একটি সাধারণ পরিচয় গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে সামাজিক ঐক্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

জেন্ডার ভূমিকা ও আত্মপরিচয় গড়ে তোলা ও সঞ্চারণে, ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ফলে জেন্ডার সমতার জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের মাধ্যমেই বিভিন্ন কমিউনিটি তাদের জেন্ডার বিষয়ক মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রত্যাশা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চারণ করে থাকে এবং কমিউনিটির সদস্যদের জেন্ডার পরিচয় গড়ে তোলে। ঐতিহ্য বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোনো আয়োজনে তাদের অংশগ্রহণ প্রায় সময়ই এইসব জেন্ডার আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে: উদাহরণ স্বরূপ, প্রায় সময়ই দেখা যায়, ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন কারুশিল্পের উৎপাদন জেন্ডার সম্পর্কিত শ্রমবিভাজনের ওপর নির্ভর করে, যেখানে জেন্ডার প্রত্যাশা ও ভূমিকা বিষয়ক জনমত প্রকাশের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হলো বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ প্রতিনিয়তই সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবর্তন অনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছে, যে কারণে জেন্ডার ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

© Vice Ministerio de Cultura

বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিটি প্রতিনিয়তই বিশেষ করে তাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত নানাবিধ জ্ঞান, জীবনধারণ পদ্ধতি ও যোগ্যতা প্রণালীবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সেগুলি সঞ্চারণ করার অনেক উপায় প্রবর্তন করেছে।

বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের জেন্ডার সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিনিয়তই আলোচনা চলছে এবং এভাবে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ চর্চার মধ্য দিয়ে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য থেকে উত্তরণ ও বৃহত্তর জেন্ডার সমতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেসব কমিউনিটির সদস্যরা জেন্ডার সম্পর্কে হয়ত একই ধরনের ধারণা পোষণ নাও করতে পারেন, ওই সকল বহু-সাংস্কৃতিক কমিউনিটির মধ্যে সদস্যদের আত্মবিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি এবং সর্বোৎকৃষ্ট কীভাবে জেন্ডার সমতা অর্জন করা যায় এ ব্যাপারে সংলাপ আয়োজনের সাধারণ সুযোগ সৃষ্টিতে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা

পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ুর স্থিতিশীলতা, টেকসই উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। এগুলি পালাক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহাকাশ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ বিষয়ক উন্নত বৈজ্ঞানিক বোধগম্যতা ও জ্ঞান বিনিময়ের ওপর নির্ভর করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে বিপদগ্রস্ত জনসাধারণের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যয়সীমা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে জোরদার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অংশ হিসেবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অজস্র প্রথাগত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও চর্চা এবং সময়ের সাথে সাথে এগুলোর পরিবর্তিত বা নতুন রূপ মানবসমাজকে যুগ যুগ ধরে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে এসেছে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা রক্ষায় ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অবদান স্বীকৃতি লাভ করেছে; এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সংলাপ, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা করণ।

জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সকল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও অনুশীলন– প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকতর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে সক্ষম, যার ফলে কমিউনিটি গুলো আরও ভালোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে।

© 2010 by Acervo PCR

© 2010 by Acervo PCR

সামাজিক অনুশীলন, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণ বিভিন্ন কমিউনিটি ও গোষ্ঠীর জনজীবনকে কাঠামোবদ্ধ করে এবং একীভূত উপায়ে তাদের সামাজিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

© 2006 by Acervo PCR

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সাহায্য করতে পারে। আদিবাসী ও স্থানীয় কমিউনিটিগুলো জীব সংক্রান্ত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ স্বরূপ, কেনিয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণে প্রধান ভূমিকায় রয়েছে কিকুয়ু নারীরা। ঐতিহ্যগতভাবে, নারীরা একই ভূমিতে বহু প্রকারের সীম উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন শস্যের রোগবালাই ও অনিশ্চিত জলবায়ুর রক্ষাকবচ হিসেবে বহু প্রকারের বীজভাণ্ডার সংরক্ষণ করে থাকে। বর্তমানে এই বীজ ভাণ্ডারগুলি দেশজ জ্ঞানের একটি মূল্যবান উদ্ভিদ ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা–বারবার একই শস্য ফলানোর কারণে জাতীয় পর্যায়ে বহু দশকের কৃষি বিষয়ক বংশগতির গুণ বিলুপ্তির পর–সামগ্রিকভাবে আরো বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। স্থানীয় অন্যান্য জ্ঞানের অধিকারীদের মধ্যে কৃষক, প্রাণি পালনকারী, জেলে ও প্রথাগত চিকিৎসকেরা জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করছে আসছে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা রক্ষায় অবদান রাখতে পারে। মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বৈশ্বিক পর্যায়ে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান হারে অযাচিত উপায়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় বহু কমিউনিটি তাদের জীবনপদ্ধতি ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের নানা অনুশীলনের বিকাশ সাধন করছে যা সরাসরি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উদাহরণস্বরূপ, সাংস্কৃতিক রক্ষকবচের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সামোয়াদের মিহি বুননের মাদুর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়যা বিভিন্ন উদযাপন উপলক্ষে প্রদর্শন করা হয়। কালপরিক্রমায়, বিভিন্ন জাতের পাম-জাতীয় পান্ডানুসের চাষসহ (যা থেকে কাপড় বোনার প্রধান উপকরণ পাওয়া যায়) পরিবেশের সাথে প্রাণিজগতের সম্পর্ক বিষয়ক ঐতিহ্যগত জ্ঞান তাঁতশিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। এই জ্ঞান সামোয়াদেরকে তাদের পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে, কারণ তারা জানে যে, প্রকৃতির উপরই তাদের কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসের জন্য কালপরিক্রমায় গড়ে ওঠা জ্ঞান ও বিভিন্ন অনুশীলন ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাহায্য করতে পারে এবং পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখতে পারে।

© Josep Lluís Ódena

© Steven Percival

© Steven Percival

স্থানীয় বহু কমিউনিটি নানা ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের নানা অনুশীলনের বিকাশ সাধন করেছে যা প্রকৃতির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

উদ্ভিদ থেকে তৈরি উপকরণে বোনা জিনিসপত্র প্রাকৃতিকভাবেই পচে যায়, ফলে চারা রোপণের পর উপকরণ তৈরি, পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবহারের পর তা ফেলে দেওয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর একটি প্রক্রিয়া; সুতরাং এটি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য পণ্যের মতো নয়।

প্রকৃতি বিষয়ে স্থানীয় জ্ঞান ও চর্চাগুলো পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়ের গবেষণায় অবদান রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহ্যবাহী জেলেরা নানা ধরনের কৌশল জানেন, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারে। তারা পরিবেশের সাথে মাছের সম্পর্ক ও আচরণ, অভিবাসন ও আবাসস্থল, মৌসুমের সাথে মিলিয়ে মাছ চাষ ও মাছ আহরণের বিভিন্ন উপায় বিষয়ক অজস্র প্রথাগত জ্ঞান উদ্ভাবন করেছে। অত্যন্ত সুবিস্তৃত, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গতিশীল এই জ্ঞান সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। স্থানীয় কমিউনিটি ও গবেষকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন কার্যকর চর্চা পদ্ধতিবিনিময়ের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ, কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনারবিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা অর্জনে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

জ্ঞান ও খাপ খাইয়ে চলার নানা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রায় সময়ই কমিউনিটি-ভিত্তিক স্থিতিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করা যায়। বিপদসঙ্কুল ও রুক্ষ পরিবেশে বসবাসকারী স্থানীয় কমিউনিটিগুলোই সর্বপ্রথম জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে। পরিবেশের সাথে প্রাণিজগতের সম্পর্ক বিষয়ে বোধগম্যতা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত দক্ষতা ও নিয়মকানুন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস পদ্ধতিসহ প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও নানা অনুশীলন– প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ কৌশল ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে প্রতিনিয়ত বিশদভাবে গড়ে ওঠা ও রূপান্তরিত এইসব জ্ঞান ও অনুশীলনগুলো বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষিত– যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাস করতে, প্রয়োজনের সময় এসব কৌশলের পুনর্ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে স্থানীয় কমিউনিটিগুলোকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

© Dirk Van Hove, Gemeente Koksijde Paardenvissers_02 2007

একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে স্থিতিশীল, ন্যায়সঙ্গত ও একীভূত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর, যা উৎপাদন ও ব্যবহারের টেকসই পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেবল দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকেই নয়, বরং ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত সঙ্কটাপন্ন মানুষদেরও সম্পৃক্ত করা হয়–যারা প্রায় সবসময়ই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে থাকে। এজন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবকল্যাণের সুরক্ষার লক্ষ্যে উৎপাদনশীল ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস, পরিমিত কার্বন নিঃসরণ ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন। রূপান্তরমূলক এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি, যার মধ্যে আর্থিক ও সৃজনশীল উভয়বিধ উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত এবং এটি বিশেষ করে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলমান ঐতিহ্য হিসেবে যে কোনো পরিবর্তনের মুখে এটি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কমিউনিটির মানুষদের জীবিকা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিরাজমান ও অধিকৃত স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলন বহু মানুষের জন্য জীবিকার সংস্থান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এস্তোনিয়ার গৃহস্থ্য কৃষকেরা প্রকৃতি ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্প্রীতি রেখে মেষ পালন ও উল প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এই জীবন-পদ্ধতি তাদেরকে জীবিকার উৎস ও পরিচয় দান করেছে। তারা বয়নকারীদের জন্য সুতা কাটে, উল দিয়ে পশমি বস্ত্রবিশেষ তৈরি করে এবং মেষ-চর্বি দিয়ে মোম ও সাবান তৈরি করে। অস্তিত্ব রক্ষার এ ধরনের অনুশীলন কমিউনিটির কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এটি তাদের একটি প্রধান হাতিয়ার। স্থানীয় কৃষি কার্যক্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মতো আরো অনেক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সত্য।

© 2008 by Batik Museum Institute, Pekalongan / Gaura Mancacaritadipura

© 2008 by Batik Museum Institute, Pekalongan / Gaura Mancacaritadipura

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ দরিদ্র ও সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ ও ব্যক্তির জন্য রাজস্ব ও নানাবিধ সম্মানজনক কর্ম সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহ্যগত শিল্পনৈপুণ্য বিভিন্ন গোষ্ঠী, কমিউনিটি ও ব্যক্তির জন্য প্রায়শই নগদ আয়-রোজগার বা বাণিজ্যের একটি প্রধান উৎস, যা না-হলে তাদেরকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একেবারে প্রান্তিক অবস্থানেই থাকতে হতো। এটি সরাসরি শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি ও পরিবারের জন্যই শুধু নয়, বরং শিল্পপণ্য পরিবহণ ও বিক্রয় কিংবা কাঁচামাল আহরণ ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সকল মানুষের আয়-রোজগারেরও সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিরাজমান ও উন্নয়নকৃত স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও চর্চা বহু মানুষের জন্য জীবিকার সংস্থান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এস্তোনিয়ার গৃর্হস্থ্য কৃষকেরা প্রকৃতি ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্প্রীতি রেখে মেষ পালন ও উল প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ দরিদ্র ও সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ ও ব্যক্তির জন্য রাজস্ব ও নানাবিধ সম্মান কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

© 2008 by Batik Museum Institute, Pekalongan / Gaura Mancacariladipura

এই সকল কর্মকাণ্ডের ফলে সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, কারণ এগুলি প্রায় সময়ই পারিবারিক ও কমিউনিটির কর্মকাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্ব-কর্মবোধের সৃষ্টি হয়; যেহেতু এই কর্মকাণ্ড গুলি কমিউনিটির মানুষের আত্মপরিচয়ের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, এজন্য এগুলিকে সম্মানজনক কাজ হিসেবেই দেখা হয়। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের বিভিন্ন শিল্পকলা, উৎসব-পার্বণ ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কমিউনিটির সদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ নিয়ে থাকে।

চলমান ঐতিহ্য হিসেবে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ, উন্নয়ন বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার একটি প্রধান উৎস হতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কমিউনিটি কোনো পরিবর্তনের সম্মুখীন হলে প্রতিনিয়ত তারা নানা বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবন করে থাকে। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ এমন একটি কৌশলগত সম্পদ যা স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে রূপান্তরমূলক উন্নয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সুনির্দিষ্ট কাঁচামালের অভাব হলে বা পাওয়া না গেলে পুরাতন বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য নতুন নতুন উপকরণ রূপান্তর করে নেওয়া যেতে পারে, একইভাবে পুরাতন দক্ষতাগুলোও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সমাধান দিতে পারে, যেমন– এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান সঞ্চারণের কালোত্তীর্ণ পদ্ধতিগুলো আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে নেওয়া হয়েছে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ড থেকেও অনেক কমিউনিটি উপকার লাভ করতে পারে। বিভিন্ন ঐতিহ্য, উৎসবমুখর অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পর্কিত দক্ষতা ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ আবিষ্কার– জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের একটি শক্তিশালী নিয়ামক। এই সকল পর্যটন কার্যক্রম আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কমিউনিটির মানুষের মধ্যে এক ধরনের গর্ববোধও তৈরি করতে পারে, তবে শর্ত হলো, এই সবকিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং চলমান ঐতিহ্য বিষয়ক নীতি-নৈতিকতা ও মূলনীতির বিষয়ে সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, পর্যটনের মাধ্যমে যদি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করা না হয়, তাহলে তা ঐতিহ্যটিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে, যেমন– মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে কমিউনিটির কাছে ঐতিহ্যটির অর্থ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনে এ ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। সুতরাং এটি অত্যাবশ্যক যে, রাষ্ট্র বা জনগণ বা যে কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন সংগঠন– যার দ্বারাই পর্যটন সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হোক না কেন– এর মাধ্যমে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অধিকার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী অবশ্যই তাদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো পর্যটন কার্যক্রমের প্রধান সুবিধাভোগী হবেন এবং এর ব্যবস্থাপনায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবেন। নৈতিক ও আইসিএইচ-সংবেদনশীল পর্যটন অঞ্চলের ক্ষেত্রে পর্যটকসহ পর্যটন কার্যক্রমগুলির সাথে সম্পৃক্ত সকলের আচরণের সঠিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভাব্য যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করতে হবে।

শান্তি ও নিরাপত্তা

সংঘাত, বৈষম্য ও সব ধরনের সহিংসতা থেকে মুক্তিসহ শান্তি ও নিরাপত্তা হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এইসব পূর্বশর্ত পূরণের জন্য প্রয়োজন মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদ্ধতি, একীভূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত রোধ ও মীমাংসার যথাযথ ব্যবস্থা। এছাড়া কোনো ধরনের বৈষম্য ও বাধা সৃষ্টি না করে স্থানীয় জনসাধারণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি ভোগদখলের সময়কাল ও অধিকার সংরক্ষণের ওপরও শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে।

বিভিন্ন অনুশীলন বা আচার-অনুষ্ঠান এবং ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ উপস্থাপনা ও বহিঃপ্রকাশের মূলে রয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি সুরক্ষার বিষয় এবং এই সবকিছুর ভেতর দিয়েই সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে থাকে। এমনকি বিভিন্ন সুরক্ষা কার্যক্রমও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে। কমিউনিটি, রাষ্ট্র ও উন্নয়ন সহযোগীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বিরোধ নিরসন বা নিষ্পত্তি এবং টেকসই নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ এবং এ ধরনের বিভিন্ন সুরক্ষা কার্যক্রম সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পন্থা খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

শান্তি উন্নয়নের বিষয়টি ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অনেক অনুশীলন বা আচার-অনুষ্ঠানের মূলে নিহিত রয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, ১২৩৬ সালে সাউন্ডিয়াটা কেইটা (Soundiata Keita) কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক রূপপ্রাপ্ত দ্য ম্যান্ডেন চার্টার অব মালি (মালি সাম্রাজ্যের সংবিধান)। বিশ্বের এই অন্যতম প্রথম মানবাধিকার চার্টারে বিভিন্ন মূল্যবোধ, যেমন– বৈচিত্র্যের মধ্যে সামাজিক শান্তি, মানবতার অলঙ্ঘনীয়তা, লুণ্ঠন অভিযানের দ্বারা দাস প্রথার বিলুপ্তি এবং মতামত ও বাণিজ্য স্বাধীনতা ইত্যাদি মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। চার্টারটি প্রণয়নের পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুখে মুখে প্রচলিত এর সকল কথা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানাদি বংশ পরম্পরায় মালিনকা সম্প্রদায়ের লোকজন লালন করে আসছে। কাঙ্গাবা গ্রামে স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে ঐতিহ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ঐতিহাসিক এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের বার্ষিক স্মারক উৎসব আয়োজন করে থাকে। তারা এই চার্টারটিকে আইনের উৎস এবং প্রীতি, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

© 2003 DNPC

সারা বিশ্বে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অসংখ্য অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ শান্তির মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সুরক্ষায় কাজ করছে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ, বিরোধ নিরসন বা মীমাংসায় সাহায্য করে থাকে। সংলাপ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন ও মীমাংসার জন্য স্থানীয় সামাজিক অনুশীলনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। যৌথ মালিকানার স্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা এবং মানুষকে একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে ব্যবহারের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সৃষ্ট এই ব্যবস্থাগুলি হতে পারে উপানুষ্ঠানিক, কিংবা অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিতও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, শাকসবজি, ফলমূল ও ফুলের জন্য সুপরিচিত স্পেনের আংশিক অনুর্বর মুর্সিয়া ও ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলের কৃষকেরা পানি বণ্টনসহ কৃষি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ মীমাংসায় সম্প্রদায়-সম্পর্কিত ট্রাইবুনালের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুর্সিয়া সমভূমির কাউন্সিল অব ওয়াইজ মেন এবং ভ্যালেন্সিয়া সমভূমির ওয়াটার ট্রাইবুনাল রায় দেওয়ার জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার একটি সভায় মিলিত হয়, এবং তাদের রায় ন্যায়সঙ্গত ও প্রাজ্ঞ হিসেবে পরিচিত–ফলে অন্য যে কোনো বিচারিক আদালতে এর আইনগত বৈধতাও থাকে। ট্রাইবুনালের সদস্যরা কৃষক, যারা গণতান্ত্রিকভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত বা পছন্দকৃত। বিভিন্ন দাবি নিষ্পত্তির জন্য এই সদস্যরা কৃষি, সেচ ও স্থানীয় প্রথা বিষয়ে তাদের নিজস্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে থাকেন। সমাজ জীবনে একীভূত উপায়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত রোধ ও মীমাংসার মাধ্যমে কমিউনিটির শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সামর্থ্যের মূলে রয়েছে এ ধরনের বিভিন্ন ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের চর্চা, যা সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও সানন্দে গ্রহণ করছে।

শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, শান্তি ও মীমাংসার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি পুনঃস্থাপনের সামাজিক শক্তি– এই বিবদমান পক্ষ কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা কমিউনিটি– যাই হোক না কেন। সহিংসতামুক্ত পরিবেশ তৈরির অঙ্গীকার প্রকাশ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শান্তির জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রতীকী উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি এবং ভুল বোঝাবুঝি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘৃণা ও সহিংসতা থেকে বের হওয়ার জন্য এইসব আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সাহায্য করে থাকে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষা, স্থিতিশীল শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও একটি উপায়। কার্যক্রমগুলিকে সমন্বিত করা হলে, ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের বিভিন্ন সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আদিবাসী জনসাধারণ, অভিবাসী, শরণার্থী, ভিন্ন ভিন্ন

© 2008 DNPC

সংলাপ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন ও মীমাংসার জন্য স্থানীয় সামাজিক অনুশীলনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। যৌথ মালিকানার স্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা এবং মানুষকে একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে ব্যবহারের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ব্যবস্থাগুলি গড়ে উঠেছে।

বয়স ও জেন্ডারের মানুষ, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যসহ বিভিন্ন কমিউনিটি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে একত্রিত করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সুরক্ষা কার্যক্রমগুলি শান্তি ও নিরাপত্তার বিভিন্ন উপাদান উন্নয়নে সহায়তা করে, যেমন–সমাজে গভীরভাবে বদ্ধমূল বিভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ বিনিময় ও সঞ্চার, সম্মিলিত পরিচয় ও আত্মসম্মানবোধ শক্তিশালীকরণ, সৃজনশীল ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কোনো পুনর্গঠন প্রকল্পকে ঘিরে কিংবা সকলের সাধারণ কোনো স্মৃতি পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিতে বিভিন্ন পক্ষ একত্রিত হতে পারে; চলমান ঐতিহ্যের অনুশীলনকে ঘিরে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে এই সুরক্ষা কার্যক্রমগুলি পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার পথ প্রশস্ত করে এবং এভাবে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনে কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা উপায় হিসেবে কাজ করে।

কালপরিক্রমায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জ্ঞানচর্চা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরসনে ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সাহায্য করতে পারে এবং পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখতে পারে।

© Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

© Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

© NGO Maavillane

ইনট্যানজিবল
কালচারাল
হেরিটেজ

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or the delimitation of its frontiers or boundaries. The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.

The present translation has been prepared under the responsibility of the International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO (ICHCAP) and the UNESCO Office in Dhaka.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

ichcap

International Information and Networking Centre
for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific
under the auspices of UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO OFFICE IN DHAKA

© Viceministerio de Cultura